

শিক্ষা, কাজ, গণতন্ত্র এবং সংবিধান রক্ষার দাবিতে সিপিএমের গণসংগঠন ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের ডাকে সম্প্রতি ধর্মতলায় অনুষ্ঠিত হল ইনকিলাব সমাবেশ। উপস্থিত ছিলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, সিপিএমের যুব নেত্রী মীনাফী মুখার্জী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

## খবর সোজাসুজি

Volume-4 ● Issue- 08 ● 30 September, 2026

### হচ্ছেটা কী?

অন্নপূর্ণা যোজনার ঢাকা নিয়ে রাজ্যজুড়ে ক্ষোভ,বিক্ষোভ,আর চরম বিশ্রান্তি। জুন মাসের প্রথমে অনলাইনে আবেদন করা সত্ত্বেও অনেক যোগ্য মহিলা এখনও ঢাকা পাননি। অনলাইনে আবেদনের স্ট্যাটাস কখনও ‘আন্ডার প্রসেস’,কখনও ‘ফর ফারদার ভেরিফিকেশন’। কিন্তু ঢাকা কবে মিলবে - তার উত্তর নেই। পঞ্চায়েত, পৌরসভা এবং বিডিও অফিসে প্রতিদিন ভিড় করছেন ঢাকা না পাওয়া মহিলারা।মানুষ জানতে চাইছেন,আবেদন যদি ঠিক থাকে,তাহলে ঢাকা আটকে রয়েছে কেন? আর সমস্যা থাকলে সেটাই বা স্পষ্ট করে জানানো হচ্ছে না কেন? একটি সরকারি জনকল্যাণমূলক প্রকল্পকে ঘিরে এমন প্রশাসনিক ধোঁয়াশা কোনওভাবেই কাম্য নয়। সরকারি প্রকল্পের সুবিধা কোনও অনুগ্রহ নয় - যোগ্য মানুষের প্রাপ্য। সেই প্রাপ্য পেতে যদি মানুষকে দিনের পর দিন সরকারি দপ্তরের দরজায় ঘুরতে হয়,তাহলে জবাবদিহি করতেই হবে। রাজনৈতিক চাপানুউতোর নয়, চাই স্বচ্ছতা প্রতিশ্রুতি নয়,চাই প্রাপ্য অর্থের নিশ্চয়তা। অন্নপূর্ণা যোজনার ঢাকা নিয়ে এই টালবাহানা আর কতদিন? ভেরিফিকেশনের নামে হচ্ছেটা কী?

### (প্রথম পাতার পর) অবশেষে সুর নরম নির্বাচন কমিশনের

কমিশনের কাজকর্ম নিয়ে একটি চাঞ্চল্যকর প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়,যা নিয়ে দেশব্যাপী শোরগোল পড়ে গেছে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সহ অন্যান্য জায়গায় এসআইআর চলাকালীন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার অপর দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবির সিং সান্দ্বু ও বিবেক যোশীর মতামত উপেক্ষা করে একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে তাদের লিখিত আপত্তিতে আমল না দিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিজের মত কাজ করেছেন।এমনকি ইসিআই নেটের নিয়ন্ত্রণ রাজগুলির হাত থেকে নিয়ে দিল্লিতে কেন্দ্রীয়ভাবে কমিশনের আইটি সেলের হাতে নেয়া হয় বলে ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। ভোটার তালিকায় নাম তোলার ব্যাপারে ফর্ম ও অপব্যবহারের কথাও সেখানে বলা হয়েছে। জ্ঞানেশ কুমারের একতরফা কাজের প্রতিবাদে দুই কমিশনার কার্ভিনেট সচিবকে লিখিতভাবে সব কিছু জানান কমিশনের অন্দরের খবর মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের একরোখা কাজের জন্য বহু ভোটারের নাম তালিক্স থেকে বাদ যায়। তারা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হন। তথ্যগত অসঙ্গতির নামে রাজের লক্ষলক্ষ মানুষকে হেনস্থার শিকার হয়ে গুনানির সামনে দাঁড়তে হয়। মুখোমুখি হতে হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত ট্রাইব্যুনালের, নাগরিকদের প্রমাণ দিতে।

এখন প্রশ্ন হলো এই হেনস্থা বা অবিচারের দায় কে নেনেন? এসআইআরের অমানুষিক চাপ নিতে না পেরে কত বিএলও আত্মহনের পথ নিয়েছেন, কত ভোটার অপদস্থ হয়েছেন,এই প্রশ্নের জবাব কে দেবেন? কত বয়স্ক মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে লাঞ্চিত হয়েছেন। ক্রর অঙ্গুলি হেলেনে

### দশঘরা

#### সুনীতি মুখোপাধ্যায়

দশঘরাতেই রথের মেলা, দোকান সারি-সারি, রায়-বিশ্বাস : সবাই চেনেন, বিখ্যাত দুই বাড়ি। আজ সেখানে দশঘর নয়, হাজার লোকের মেলা, হৈ - হৈ - হৈ , বেচা কেনা, চলেছে দুই বেলা। স্কুল চলছে,কলেজ চলে, চলছে বাজার হাট, আছে সখীতার দেওয়ার পুকুর, আছে খেলার মাঠ। হৈ - হৈ - হৈ ভিড় ভাট্টা, দোকান সারি-সারি, পথের দু’পাশ আকাশ-ছোঁয়া, হরেক দালান বাড়ি। চিকিৎসকেরাও তো আছেন, দশঘরাটা জুড়ে, যাদের সেবার ফল পৌঁছায়, অনেক অনেক দূরে। দশঘরা আজ দশঘর নয়, অগুনতি সব বাড়ি, সামনে দিকে এগিয়ে চলুক, সাফল্যে দিক পাড়ি।

পশ্চিমবঙ্গে ভোটের আগে ইসিআই নেট অ্যাপের নিয়ন্ত্রণ ইআরওদের এড়িয়ে সরাসরি কমিশন হাতে তুলে নেয়? ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ায় বহু সংখ্যক প্রান্তিক মানুষ সরকার প্রদত্ত সামাজিক সুযোগ সুবিধার প্রকল্প থেকেও বঞ্চিত।

দুই প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার কুবেরশি ও লাভাসা এসআইআর প্রক্রিয়ার তীব্র সমালোচনা করেছেন তাদের মতে এর কোনো দরকার ছিল না। তালিকার আমূল সংস্কার পদ্ধতি যা এতকাল চলে এসেছে নির্বাচনমুখী রাজ্যগুলিতে সেটি অনুসরণ করা যেত। সর্বের পরিহরাজি দৈনিকে খবর বেরোনোর পর কমিশন সে নিয়ে কোনো প্রতিবাদ করেনি। সৈদিক থেকে মনে করা যেতে পারে প্রতিবেদনটি তথ্য প্রমাণ নির্ভর করেই প্রকাশ করা হয়েছে।এর পর কমিশনের তিন কর্তা ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে একটি বৈঠক করেন। বৈঠকের পর ইস্যু করা প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে কমিশনের নতুন সিদ্ধান্তগুলোর কথা জানানো হয়।ইসিআই নেটের ডটাবেস নিয়ে একটি কমিটি তৈরির কথা বলা হয়েছে। কমিশনের সিদ্ধান্ত গুলো তিনজন এক্যামতের ভিত্তিতে নেয়া হয়েছে বলে আশ্চর্যজনকভাবে ওই প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে পরিষ্কার ভাবে লেখা হয়েছে।এই ব্যাপারেই প্রশ্ন তুলেছেন প্রাক্তন দুই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার তাদের মতে কমিশনের তরফে সাধারণ মানুষকে যখন কিছু জানানো হয় সেটি সবসময়ই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত বলে গ্রহ্য হয়। আলাদা করে সেটি লেখার প্রয়োজন পড়েনা। প্রেস বিজ্ঞপ্তির ওই লাইন বর্তি কমিশনের মধ্যে মতানৈক্যকে প্রকাশ্যে এনেছে বলে তারা মনে করেন।পরবর্তীতে কমিশনের বৈঠকের আলোচ্য সূচি ও কার্যবিবরণী আগাম দেওয়া হবে বলে সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।এর প্রেক্ষিতে ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত খবরের সত্যতাকেই পরোক্ষ ভাবে মেনে নেয়া হচ্ছে। প্রতিবেদনে বলা হয় জ্ঞানেশ কুমার অপর দুই কমিশনারকে অন্ধকারে রেখে এককভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলেন,যা তিনি সর্বসম্মত বলে চালাচ্ছিলেন।

এ তো গোলা কমিশনের অভ্যন্তরীণ কাজিয়া। প্রতিবেদনের জেরে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি প্রতিবাদে সোচ্চার। বিরোধীরা জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ দাবি করছেন। হিন্দি জোট দিল্লিতে বৈঠকে বসছে।কম্বরেচ জনতা পার্টি দেশ জুড়ে আলোচনায় ডাক দিয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার তার বারাণসী ও গুজরাট সফর বাতিল করেছেন। শাসক দল বিজেপি অবশ্য কমিশনের পাশেই দাঁড়িয়েছে।

তাহলে এখন প্রশ্ন জ্ঞানেশ কুমার কি কারণে এত স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠলেন? এর পিছনে কার হাত ছিল? কোন অদৃশ্য শক্তির অঙ্গুলি হেলেনে কাজ করছেন? জ্ঞানেশ কুমার কি কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপির প্রতি দুর্বল হয়ে একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? তার তদন্ত হওয়া উচিত। তবে বাস্তবে সেটি কোনোদিনই হবে না। কমিশন ভুল বুঝে ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামলেও আত্মঘাতী বিএলওর পরিবারের কাছা, ভোটারের দুর্ভোগ, নাম কাটা ভোটারের অধরা সামাজিক সুরক্ষার সুযোগ - সবই থেকে যাবে ইতিহাসের পাতায়। অর্থাৎ যাদের গেলো তাদের গেলো তারা পরিবর্তিত সিদ্ধান্তের সুযোগ পেলেন না।

## জন্মশতবর্ষে উত্তম কুমার : বাঙালির হৃদয়ে চিরসবুজ এক মহানায়ক মেহা মল্লিক

বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে কিছু নাম শুধু শিল্পীর পরিচয় বহন করে না, হয়ে ওঠে একটি সময়ের প্রতীক।উত্তম কুমার তেমনিই এক নাম। তিনি ছিলেন অভিনেতা, কিন্তু তাঁর পরিচয় কেবল অভিনয়ের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়।তিনি ছিলেন বাঙালির আবেগ, ভালোবাসা, স্বপ্ন ও নস্টালজিয়ার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।তাঁর পর্দায় উপস্থিতি, সংলাপ বলার ভঙ্গি, হাসি,চোখের অভিব্যক্তি এবং অভিনয়ের স্বাভাবিকতা তাঁকে এমন এক উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিল,যেখানে একজন শিল্পী ধীরে ধীরে হয়ে ওঠেন কিংবদন্তি। জন্মশতবর্ষে দাঁড়িয়ে তাই উত্তম কুমারকে ফিরে দেখা মানে শুধু একজন অভিনেতার জীবন ও কর্মকে স্মরণ করা নয়; বরং বাংলা চলচ্চিত্রের একটি সোনালি অধ্যায়কে নতুন করে আবিষ্কার করা।

১৯২৬ সালের ৩ সেপ্টেম্বর কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে তিনিই বাঙালির প্রিয় উত্তম কুমার। অভিনয়জীবনের শুরুটা মোটেই মসৃণ ছিল না। একের পর এক ছবিতে ব্যর্থতা, সমালোচনা এবং অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে তাঁকে এগোতে হয়েছিল। সেই সময় তাঁকে নিয়ে নানা কটাক্ষও শুনতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি থেমে যাননি। নিজের অভিনয়কে ক্রমাগত ঘষেমেজে তৈরি করেছেন।

১৯৫৩ সালে ‘সাড়ে চুয়াত্তর’ ছবিতে সূচিত্রা সেনের সঙ্গে তাঁর জুটি বাংলা চলচ্চিত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করে। পর্দায় উত্তম-সূচিত্রার রসায়ন খুব দ্রুত দর্শকের মনে গভীর ছাপ ফেলে। ‘হারানো সুর’, ‘সাগরিকা’, ‘শিল্পী’, ‘চাওয়া-পাওয়া’, ‘সপ্তপদী’র মতো একাধিক ছবিতে তাঁদের জুটি বাঙালির প্রেমের রকুনাকে নতুন ভাষা দেয়। উত্তম কুমার ও সূচিত্রা সেন হয়ে ওঠেন বাংলা চলচ্চিত্রের এক অমর জুটি। তবে উত্তম কুমারকে শুধু রোমান্টিক নায়ক হিসেবে দেখলে তাঁর অভিনয়জীবনের ব্যাপ্তিকে ছোট করে দেখা হবে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেকে নানা চরিত্রে ভেঙেছেন এবং নতুনভাবে নির্মাণ করেছেন। ‘নায়ক’-এ অরিপদ্ম মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রে তাঁর অভিনয় আজও ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অভিনয় হিসেবে আলোচিত।

সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় সেই চরিত্রে উত্তম কুমার দেখিয়েছিলেন, জনপ্রিয়তার বিপুল আলোয় থেকেও একজন শিল্পী কীভাবে চরিত্রের অন্তর্গত দ্বন্দ্ব, ভয়, অনুশোচনা ও একাকিত্বকে পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে পারেন। ‘চিড়িয়াখানা’-য় গোয়েন্দা ব্যোমকেশ বক্সীর বেশিরভাগ ডাইনোসর যদিও ৬৬ মিলিয়ন বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে গেছে,তবু থেরোপড জাতীয় মাংসাশী ডাইনোসরের একটি দল - যারা দ্বিপদ বিপ্লিষ্ট, তিনটি নখ এবং ফর্সা হাড় দিয়ে তৈরি - যার মধ্যে ভেলোসিরাপ্টর ও টাইরানোসারাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এরা মনে হয় আধুনিক পাখিতে উত্তরণ করা শুরু করেছিল। অনেক বিশেষজ্ঞ জার্মানিতে পাওয়া ১৫০ মিলিয়ন বছরের পুরানো পালকযুক্ত ডাইনোসর আর্কিওপটেরিজে প্রথম পাখি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যা হোক, বিজ্ঞানী লোয়েন বলেছেন যে সাম্প্রতিক আবিষ্কার থেকে বোঝা যায় যে পাখির মতো ডাইনোসরেরা আর্কিওপটেরিঞ্জের আবির্ভাবের সময় ইতিমধ্যেই বিভিন্ন আকারে বৈচিত্র্যময় হয়েছিল।প্রায় ১৫০ মিলিয়ন বছর আগে একটি পাখির মতো ডাইনোসর মনে হয় দক্ষিণ-পূর্ব চীনের একটি জলাভূমিতে আটক পড়েছিল ও সেখানে তার মৃত্যু হয়। ২০২২ সালের অক্টোবর এবং নভেম্বরে এক অভিযানের সময় গবেষকরা চীনের ফুজিয়ান প্রদেশে কোংহে কাউন্টির ইয়াংইয়ুয়ান গ্রামের কাছে একটি জুরাসিক যুগের ডাইনোসরের জীবাশ্ম খুঁজে পান এবং এর নামকরণ করেন ফুজিয়ানভেনেটর প্রডিজিওসাস। তাদের গবেষণালব্ধ ফলাফল সম্প্রতি নেচার প্রত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।ফুজিয়ানভেনেটর হল এভিলেনস্ নামক একটি গোষ্ঠীর সদস্য, যার মধ্যে সমস্ত পাখি এবং তাদের নিকটতম সরীসৃপের ডাইনোসরের রয়েছে।অদ্ভুত ‘ডাইনোসর’ পাখির

চরিত্রেও তাঁর অভিনয় ছিল ভিন্ন মাত্রার। ‘বিশ্বেদর বন্দী’, ‘সপ্তপদী’, ‘বাঘ বন্দী খেলা’, ‘অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি’, ‘জতুগৃহ’, ‘সন্ন্যাসী রাজা’ সহ বহু ছবিতে তিনি নিজের অভিনয়ের বহুমাত্রিকতা প্রমাণ করেছেন।কখনও প্রেমিক, কখনও সাধারণ মানুষ, কখনও সংগ্রামী চরিত্র, কখনও রাজা বা জমিদার - বিভিন্ন চরিত্রে নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছিলেন তিনি।

উত্তম কুমারের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল তাঁর



অভিনয়ের স্বাভাবিকতা। তিনি সংলাপ বলতেন এমনভাবে, যেন তা অভিনয় নয় - জীবনেরই স্বাভাবিক কথোপকথন। তাঁর চোখের ভাষা, শরীরী ভঙ্গি এবং নীরবতাও অনেক সময় সংলাপের চেয়ে বেশি কথা বলত। এই স্বাভাবিক অভিনয়ই তাঁকে সাধারণ দর্শকের এত কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল। তাঁর জনপ্রিয়তার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ছিল সংগীতনির্ভর চলচ্চিত্র। পর্দায় তাঁর উপস্থিতির সঙ্গে গান, আবেগ এবং রোমান্টিকতার যে সমন্বয় তৈরি হয়েছিল, তা বাঙালির সাংস্কৃতিক স্মৃতিতে স্থায়ী হয়ে আছে। তাঁর অভিনীত গান আজও বহু মানুষের স্মৃতিতে পুরনো দিনের ভালোবাসা ও আবেগকে ফিরিয়ে আনে।উত্তম কুমারের জনপ্রিয়তা ছিল সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে। শহর থেকে মফস্বল, মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে কর্মজীবী মানুষ - সবাই তাঁকে আপন করে নিয়েছিল। তাঁর পোশাক, চুলের ছাঁট, কথা বলার ধরন, এমনকি তাঁর হাসিও একসময় বাঙালির সংস্কৃতির অংশ হয়ে উঠেছিল। তাঁকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল এক বিশেষ তারকা-সংস্কৃতি, যার প্রভাব বাংলা চলচ্চিত্রের আজও অনুভূত হয়।

তবে তাঁর জীবনও ছিল সাফল্য - ব্যর্থতা, আলো-আঁধারির মিশেল। ব্যক্তি জীবনের নানা টানাপোড়েনের পাশাপাশি কর্মজীবনেও তাঁকে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে লড়াতে হয়েছে। বাংলা

চলচ্চিত্রের পরিবর্তনশীল রুচি, নতুন প্রজন্মের অভিনেতাদের আবির্ভাব এবং চলচ্চিত্রের ভাষার পরিবর্তনের মধ্যেও তিনি নিজের জায়গা ধরে রেখেছিলেন। ১৯৮০ সালের ২৪ জুলাই মাত্র ৫৩ বছর বয়সে উত্তম কুমারের আকস্মিক প্রয়াণ বাঙালিকে শূন্য করে দিয়েছিল। মনে হয়েছিল, যেন বাংলা চলচ্চিত্রের আকাশ থেকে হঠাৎ একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র খসে পড়ল। তাঁর মৃত্যুর পর বহু বছর কেটে গেছে। প্রজন্ম বদলেছে, প্রযুক্তি বদলেছে, চলচ্চিত্র নির্মাণের ভাষা বদলেছে। কিন্তু উত্তম কুমারের জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েনি।

বরং সময় যত এগিয়েছে, তাঁর অভিনয়কে নতুন করে আবিষ্কার করেছে নতুন প্রজন্ম। আজকের ডিজিটাল যুগেও তাঁর ছবি দর্শক দেখে, তাঁর সংলাপ উদ্ধৃত হয়, তাঁর অভিনয় নিয়ে আলোচনা হয়। নতুন প্রজন্মের অভিনেতারাও নানা সময়ে তাঁর অভিনয় থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়ার কথা বলেছেন। উত্তম কুমারের প্রকৃত সাফল্য এখানেই - তিনি তাঁর সময়কে অতিক্রম করতে পেরেছেন। তিনি কেবল একটি নির্দিষ্ট প্রজন্মের নায়ক নন; তিনি প্রজন্মের পর প্রজন্মের কাছে পরিচিত ও প্রিয় এক সাংস্কৃতিক প্রতীক।

জন্মশতবর্ষে তাই উত্তম কুমারকে স্মরণ করার সবচেয়ে বড় কারণ তাঁর জনপ্রিয়তা নয়, তাঁর শিল্পীসত্তার স্থায়িত্ব। একজন শিল্পী চলে যান, কিন্তু তাঁর সৃষ্ট চরিত্র, অভিনয়ের মুহূর্ত এবং মানুষের মনে তৈরি করা আবেগ থেকে যায়। উত্তম কুমার সেই বিরল শিল্পীদের একজন, যাঁর ক্ষেত্রে পর্দা ও বাস্তবের দূরত্ব যেন অনেকটাই মুছে গিয়েছিল। বাঙালির কাছে তিনি আজও ‘মহানায়ক’। এই অভিধা কোনও সরকারি পদবি নয়, কোনও আনুষ্ঠানিক সম্মানও নয়। এটি দর্শকের ভালোবাসায় তৈরি একটি পরিচয়। সেই ভালোবাসাই উত্তম কুমারকে মৃত্যুর বহু দশক পরেও জীবন্ত রেখেছে।

জন্মশতবর্ষে তাঁকে ফিরে দেখা তাই শুধুই অতীত তর্চা নয়। এটি বাঙালির সাংস্কৃতিক আত্ম পরিচয়ের ও একটি অংশ। বাংলা চলচ্চিত্র যতদিন থাকবে, বাঙালির প্রেম, আবেগ, স্মৃতি ও নস্টালজিয়ার সঙ্গে উত্তম কুমারের নাম ততদিন উচ্চারিত হবে। সময় বদলাবে, পর্দার ভাষা বদলাবে, প্রযুক্তি বদলাবে - কিন্তু বাঙালির হৃদয়ে উত্তম কুমারের সেই চিরচেনা হাসি, সেই মায়ারী দৃষ্টি আর সেই অনন্য অভিনয় থেকে যাবে চিরসবুজ উত্তম কুমার তাই শুধুই একটি নাম নন - বাঙালির সিনেমার এক দীর্ঘস্থায়ী আবেগের নাম উত্তম কুমার।

## বিবর্তনের ধারায় প্রথম পাখি

### বিশ্ব রঞ্জন গোস্বামী

বিবর্তন নিয়ে পুনর্বিবেচনা করার জন্য চীনের বিজ্ঞানীরা দাবি করেন। জীবাশ্মটি ‘প্রথম পাখি’ আর্কিওপটেরিঞ্জের মতই পুরানো। উড়ির পরিবর্তে দৌড়ানো বা সাঁতারে সক্ষম ছিল বলে মনে হয়। এরা হয়তো আর্কিওপটেরিঞ্জের মতো একই সময়ে বিরাজ করত, যাকে প্যালিওস্টোলজিস্টরা প্রথম পাখি বলে মনে করেন। ফুজিয়ানভেনেটর প্রডিজিওসাস আরও প্রমাণ যোগ করেছে যে জুরাসিক যুগের শেষভাগে প্রচুর বিভিন্ন রকমের পাখি বাস করত। বেজিংয়ের চাইনিজ একাডেমি অফ সায়েন্সের একজন প্যালিওস্টোলজিস্ট ও গবেষণাপত্রের সহ-লেখক হাইলু ইউ বলেছেন, ডাইনোসরেরা বিভিন্ন পরিবেশগত জায়গা দখল করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পাখিতে বৈচিত্র্য আনতে পারে।

সন্টলেস সিটির উটাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যালিওস্টোলজিস্ট মার্ক লোয়েন বলেছেন, এই গবেষণাটি প্রমাণ করে যে আর্কিওপটেরিঞ্জের সময় ডাইনোসররা বিভিন্ন ধরনের পাখির মধ্যে বৈচিত্র্য এনেছিল। হাইলু ইউ বলেছেন, প্রাথমিক পাখির বিবর্তন সত্যিই জটিল। ফুজিয়ানভেনেট জীবাশ্মের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, এদের মাথার খুলি, ঘাড় ও লেজের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবু এর শরীর এবং অঙ্গগুলি অন্যান্য ডাইনোসর পাখির সাথে বেশ সাদৃশ্যপূর্ণ। এই মিলগুলির মধ্যে রয়েছে আঙুলের দৈর্ঘ্য, শোণীর ও মেরুদণ্ডের গঠন। কাঁধের হাড়ের ব্রড ছোট ও আঁকড়ে ধরার জন্য বিশেষ আঙুল রয়েছে।

জীবাশ্মের কিছু অংশের অভাবে ফুজিয়ানভেনেটের প্রাথমিক পাখির বিবর্তনের কিছু ফাঁক রয়েছে। তাহে এটিতে অনেক গঠনগত পরিবর্তন ছিল না, যাতে মনে হয় তারা উড়তে পারত। যেমন, কাঁধের এবং আঙুলের গড়ন অন্তত তাই বোঝায়। সব থেকে অদ্ভুত হল এর পেছনের পা, যার নীচের পায়ের হাড় উল্লর হাড়ের চেয়ে দ্বিগুণ লম্বা। কানেকটিকাটের নিউ হ্যাভেলের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট প্যালিওস্টোলজিস্ট ভরত অঞ্জল ভুলার বলেছেন, এই ধরনের লম্বা পা একটি দৌড়ানোর পক্ষে উপযোগী অথবা সাঁতারের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

তাহাড়া, যে এলাকায় ফুজিয়ানভেনেটের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে, গবেষকেরা সেখানে বিভিন্ন ধরনের জলাভূমির অন্যান্য প্রাণীরও জীবাশ্ম আবিষ্কার করেছেন, যেগুলোকে স্থানীয়রা বাংহে প্রাণী বলে। এই জীবাশ্মগুলির মধ্যে রয়েছে মাছ, কচ্ছপ ও অন্যান্য জলজ সरीসৃপ। এই গবেষকেরা মনে করেন, জলাভূমি আদি পাখিদের আগে অজানা আবাসস্থল ছিল। ডাইনোসর পাখির এখানে পাওয়ার বিষয়টি খুবই আশ্চর্যের! কেননা, এর আগে এই এলাকায় কোনো ডাইনোসর পাওয়া যায়নি। জুরাসিক কালের পরবর্তী ডাইনোসরের উদাহরণ বিরল, কারণ তাদের ফর্সা হাড়গুলি ভঙ্গুর ও ভালোভাবে সংরক্ষিত ছিল না। তাই এরকম অনেক কিছু আবিষ্কার করা বাস্কি আছে। গবেষকেরা শুধুমাত্র এই প্রাণীদের শারীরবৃত্তীয় এবং জীবনধারণ বৈচিত্র্যের কিছুটা দেখেছেন মাত্র।

## রায়গঞ্জ শহরে অপরাধ দমনে পুলিশের কড়া নজরদারি

নিজস্ব সংবাদদাতা - বাণিজ্যিক এলাকায় অপরাধ  
জননিরাপত্তা আরও নিয়ন্ত্রণে পুলিশ,সিএপিএফ



জোরদার করা এবং অপরাধমূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধে রায়গঞ্জ শহরে অ্যান্টি-ক্রাইম ব্যবস্থা আরও কঠোর করেছে রায়গঞ্জ পুলিশ। শহরের গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশ ও বের হওয়ার পথে নজরদারি বাড়াতে চালু করা হয়েছে এআই - নির্ভর ফেসিয়াল রিকগনিশন এবং এএনপিআর (Automatic Number Plate Recognition) ক্যামেরা। শহরের প্রবেশ ও প্রস্থান পয়েন্টগুলিতে ২৪ ঘণ্টা নাকা চেকিং চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ মোড়, বাজার এলাকা এবং শপিং কমপ্লেক্সগুলিতে নিয়মিত পুলিশি পিকিটিং করা হচ্ছে। ব্যস্ত বাজার ও

এবং মহিলা পুলিশ কর্মীদের নিয়ে নিয়মিত ফুট প্যাট্রোলিং করা হচ্ছে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি, নাকা চেকিং, পিকিটিং এবং নিয়মিত ফুট প্যাট্রোলিং - এই সমন্বিত ব্যবস্থার মাধ্যমে অপরাধমূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধ, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা আরও সুনিশ্চিত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এর ফলে শহরের বাসিন্দা, ব্যবসায়ী, ক্রেতা এবং বাইরে থেকে আসা দর্শনার্থীদের জন্য আরও নিরাপদ পরিবেশ তৈরি হবে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

## খেলার মাঠ সংস্কার ঘিরে রহস্য

নিজস্ব প্রতিবেদন - ভি বি জি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ উন্নতিকরণ ও সংস্কার, তাহলে বোর্ডটা কাজের পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পলাশী



প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ সংস্কারের বোর্ড পড়েছে বেশ কিছু দিন আগে। বোর্ডে কাজ শুরুর তারিখ লেখা আছে ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, কিন্তু বাস্তবে এখনও কাজ শুরু হয়নি বলে অভিযোগ। স্কুলের বাউন্ডারির ভিতরে এক ঝুড়ি মাটি পড়ে নি, বাউন্ডারির বাইরে খেলার মাঠেও এক ঝুড়ি মাটি পড়ে নি। তাছাড়া বোর্ডে লেখা আছে পলাশী

বাউন্ডারির ভিতরে কেন? খেলার মাঠ তো বাউন্ডারির বাইরে? বোর্ড তো প্রকাশ্য জায়গায় বসানো দরকার, যাতে এলাকার মানুষ জানতে পারে কোথায় কি কাজ হচ্ছে, কত টাকার কাজ হচ্ছে। তাহলে এত লুকোছাপা করে স্কুল বাউন্ডারির ভিতরে লোকচক্ষুর অন্তরালে বোর্ড বসানোর কারণ কি? উঠছে প্রশ্ন।

## মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেই অবৈধ চোলাই মদের ঠেক গুঁড়িয়ে দিতে জোরদার অভিযানে নামলো পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন - মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেই অবৈধ চোলাই মদের ঠেক গুঁড়িয়ে দিতে জোরদার অভিযানে নামলো পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ। পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ চোলাই মদ তৈরির বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ফারমেণ্টেড ওয়াশ ও অবৈধ চোলাই মদ নষ্ট করল পুলিশ। অভিযানে মোট ৫, ২২০ লিটার ফারমেণ্টেড ওয়াশ (F/W) এবং ৪২০ লিটার চোলাই মদ নষ্ট করা হয়েছে। পাশাপাশি ৪০টি অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি (Al/Handi) বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বর্ধমান থানার বিজয়রাম, জামালপুর থানার কামারডাঙা ও নতুনধাম, মাধবডিহি থানার দুর্গাবাটি, রায়না থানার বানতীর, খণ্ডঘোষ থানার শঙ্করী, ভাতার থানার সারুয়া ও পারহাট এবং মঙ্গলকোট থানার ক্ষীরগ্রাম দাসপাড়া এলাকায় অভিযান চালানো হয়। অভিযান চলাকালীন অবৈধভাবে মদ তৈরির কাজে ব্যবহৃত বিপুল পরিমাণ ফারমেণ্টেড ওয়াশ ও তৈরি করা অবৈধ মদ উদ্ধার করে ঘটনাস্থলেই নষ্ট করা হয়। একই সঙ্গে মদ তৈরিতে ব্যবহৃত ৪০টি অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অবৈধ চোলাই মদ তৈরির বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযান আগামী দিনেও চলবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

## দীর্ঘদিনের জট কাটিয়ে প্রধানমন্ত্রী পিভিটিজি প্রকল্পে বিদ্যুৎ সংযোগ পেল গুড়াপের হেরো গ্রামের দুই পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন - দীর্ঘদিনের 'ওয়ে-লিভ' বা বিদ্যুৎ লাইন বসানোর জন্য জমি-সংক্রান্ত জটিলতা কাটিয়ে প্রধানমন্ত্রী পিভিটিজি (PM PVTG) প্রকল্পের আওতায় বিদ্যুৎ সংযোগ পেল দুই পরিবার। WBSEDCL-এর গুড়াপ কাস্টমার কেয়ার সেন্টার (CCC) ও তারকেশ্বর ডিভিশনের উদ্যোগে হেরো জামতলা এলাকায় এই সংযোগ দেওয়া হয়। WBSEDCL সূত্রে জানা গেছে, সাজু মুমুর বাড়িতে গত রবিবার ২০ সেপ্টেম্বর এবং হেমন্ত টুডুর বাড়িতে গতকাল ২১ সেপ্টেম্বর নতুন

গৃহস্থালি বিদ্যুৎ সংযোগ চালু করা হয়েছে। বিদ্যুতের খুঁটি বসানো নিয়ে স্থানীয়ভাবে তৈরি হওয়া জটিলতার কারণে সংযোগগুলি দীর্ঘদিন ধরে আটকে ছিল। তারকেশ্বর ডিভিশনের ডিভিশনাল ম্যানেজারের হস্তক্ষেপ এবং স্থানীয় বিজেপি নেতা মহিম মল্লিক ও রাজু মানার সহযোগিতায় সমস্যার সমাধান হয়। এরপর বিদ্যুৎ লাইনের সম্প্রসারণ করে দ্রুত দুই বাড়িতে সংযোগ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত এলাকার পরিবারগুলিকে বিদ্যুৎ পরিষেবার আওতায় আনার ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

## বেড়া আছে, গাছ নেই !

নিজস্ব প্রতিবেদন - ভি বি জি রামজি প্রকল্পে ধনেখালি ব্লকের গুড়াপ থাম পঞ্চায়েতের

হয় ছাগলে খেয়ে নিয়েছে কিংবা মারা গেছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। গাছ



অন্তর্গত পলাশী হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় গাছ বসানো হয়েছে মাত্র এক মাস আগে, কিন্তু বর্তমানে মাত্র চার পাঁচটা গাছ বেঁচে আছে। অধিকাংশ গাছ

বসানোর পর যদি ঠিকমতো দেখভাল করা না হয় তাহলে এত টাকা খরচ করে গাছ বসানোর দরকার কি? উঠছে প্রশ্ন।

## বাস স্ট্যান্ড আছে কিন্তু বাস স্ট্যান্ডে বাস নেই !

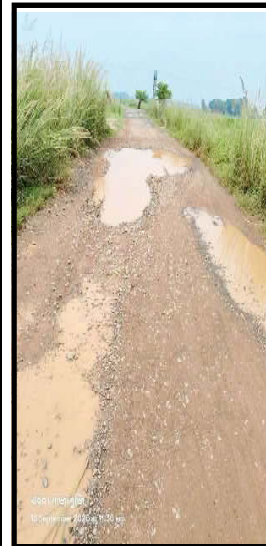
নিজস্ব প্রতিবেদন - ধনেখালিতে বাস স্ট্যান্ড আছে, কিন্তু বাস থাকে না। নামেই বাস স্ট্যান্ড,



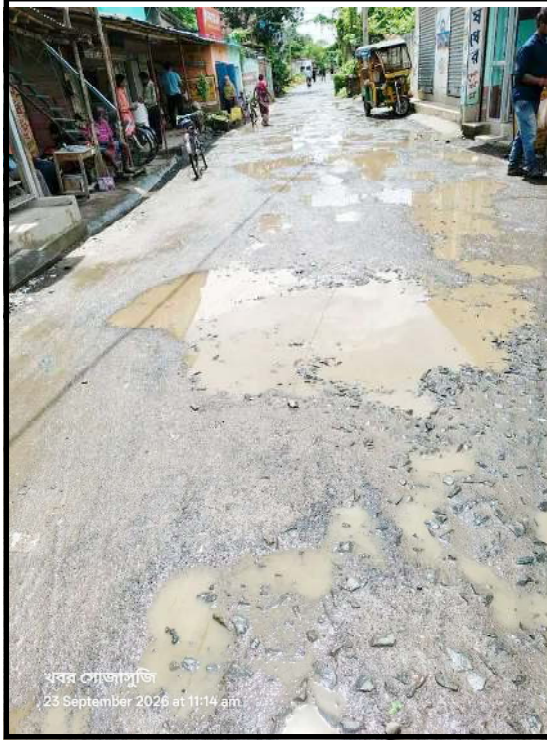
স্ট্যান্ডে বাস থাকেনা মিটিং মিছিল আসর পূজো প্যাডেলের জন্যই ব্যবহার করা হয় বাস স্ট্যান্ড মাঝে মধ্যে দু'চারটে লরি কিংবা লাঞ্চারি বাসের দেখা মেলে না। কবে চালু হবে ধনেখালি বাস স্ট্যান্ড, এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।



প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজীর জন্মদিন উপলক্ষে ধনেখালি ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে ধনেখালি বাস স্ট্যান্ডে ১৭ সেপ্টেম্বর প্রজ্জ্বলন করা হল। আশীর্বাদের প্রদীপ উপস্থিত ছিলেন ধনেখালির বিডিও ফাহিম আলম, হুগলি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি গৌতম চ্যাটার্জী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।



প্রায় দেড় বছর ধরে বিকল হয়ে পড়ে আছে ওয়াটার এটিএম, সারানোর কোনও উদ্যোগ নেই পঞ্চায়েতের। পঞ্চায়েতে বার বার জানানো সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ। ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন এলাকার মানুষজন। জামালপুর ব্লকের জড়গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মহিষগড়িয়া ভীমতলা এলাকার ছবি।



ধনেখালি ব্লকের ভান্ডারহাটি তালসারি মোড় থেকে পোড়াবাজার পর্যন্ত রাস্তার বেহাল দশা। রাস্তায় বড়সড় গর্ত, খানাখন্দে ভরা ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন পথ চলতি মানুষজন। যেকোনও সময় ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা। রাস্তাটি দ্রুত সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করুক প্রশাসন, চাইছেন এলাকার মানুষজন।



ধনেখালি সাহেব হাটতলা থেকে হাজিগড় পর্যন্ত রাস্তার বেহাল দশা। একদম দাঁত বের করা অবস্থা। রাস্তা খানাখন্দে ভরা। ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন পথ চলতি মানুষজন। যেকোনও সময় ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা। রাস্তাটি দ্রুত সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করুক প্রশাসন, চাইছেন এলাকার মানুষজন।

## বিরিয়ানির দোকানে পচা মাংস !

নিজস্ব প্রতিবেদন - অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল ধনেখালির দাদা হাজি বিরিয়ানি। পচা মাংস, মেয়াদ উত্তীর্ণ দুধ এবং যথাযথ লেবেল, সিল এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ বিহীন মশলা রাখার অভিযোগে অনির্দিষ্টকালের জন্য দাদা হাজি বিরিয়ানির দোকান বন্ধ করে দিল ধনেখালি ব্লক প্রশাসন। সাধারণ মানুষের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার নিশ্চিত করতে সম্প্রতি ধনেখালি বাজার এলাকায় যৌথভাবে পরিদর্শন অভিযান চালান পুলিশ- প্রশাসন। ধনেখালির বিডিও ফাহিম আলমের নেতৃত্বে জয়েন্ট বিডিও স্বপন হালদার, ফুড সফটি অফিসার এবং পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা বিভিন্ন দোকানে অভিযান চালান, খাদ্য নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত নির্ধারিত নিয়ম মানা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখেন। অভিযানে

ধনেখালি মদনমোহন তলায় দাদা হাজি বিরিয়ানির দোকানে বেশ কিছু অনিয়ম এবং খাদ্য সুরক্ষা বিধি লঙ্ঘনের বিষয় নজরে আসে। ব্লক প্রশাসনের বিরিয়ানি তৈরির জায়গা থেকে পচা মাংস, মেয়াদ উত্তীর্ণ দুধ এবং যথাযথ লেবেল, সিল ও মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ বিহীন মশলা পাওয়া যায় বলে অভিযোগ। খাদ্য সুরক্ষা বিধি না মানার জন্য দাদা হাজি বিরিয়ানির দোকান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের নির্দেশ দেন ব্লক প্রশাসন। ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভেজালমুক্ত ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতেই এই ধরনের অভিযান চালানো হচ্ছে। খাদ্যে ভেজাল রোধ, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখা এবং সাধারণ মানুষের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।



সাইবার প্রতারণার ঘটনায় দ্রুত পদক্ষেপ করে খোয়া যাওয়া ৯ লক্ষ টাকা উদ্ধার করে ভুক্তভোগী ব্যক্তিকে ফেরত দিল বাঁকুড়া থানার পুলিশ।

## প্লাস্টিক মুক্ত ধনেখালি গড়ার ডাক দিলেন বিডিও

নিজস্ব প্রতিবেদন - প্লাস্টিক মুক্ত আইসিডিএস সহ অন্যান্য ধনেখালি গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে আধিকারিকবৃন্দ। এদিনের এই



সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে ধনেখালি ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে শুক্রবার ধনেখালি বিডিও অফিস থেকে মদনমোহন তলা পর্যন্ত একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিতে অংশগ্রহণ করেন বিডিও, জয়েন্ট বিডিও, আশা, র্যালি থেকে প্লাস্টিক মুক্ত ধনেখালি গড়ার ডাক দিলেন ধনেখালির বিডিও ফাহিম আলম। বিডিও সাহেব বলেন, ১২০ মাইক্রনের নিচে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, কোনও ভাবেই ব্যবহার করা যাবে না।

## বিদ্যুৎ পরিকাঠামো উন্নয়নে (প্রথম পাতার পর)

থাকবে। এর ফলে বর্ধমান- ১ ও মুখ্যমন্ত্রী। সেতুটি চালু হওয়ায় ভাতার ব্লকের প্রায় ১.৫ লক্ষ বিদ্যুৎ এক লক্ষেরও বেশি মানুষ উপকৃত হবেন। পাশাপাশি মেমারি, চকদিঘি, তারকেশ্বর রুটে যোগাযোগ ব্যবস্থাও আরও সহজ ও উন্নত হবে। কৃষকদের জন্যও নেওয়া হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্পের বিদ্যুতের ক্ষেত্রে প্রতি ইউনিটে অতিরিক্ত ২ টাকা ভর্তুকি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। এর ফলে প্রায় ৪ লক্ষ কৃষক উপকৃত হবেন এবং আনুমানিক ৩০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হতে পারে। বিদ্যুৎ ও সেচের খরচ কমানোর ফলে কৃষকদের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস এবং আয় বৃদ্ধিতে এই উদ্যোগ সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

## এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)

তাহলে বিডিও অফিস থেকে পার্টির নেতাদের কাছে যাওয়ার জন্য বলা হচ্ছে কেন ? দল আর প্রশাসন তো মিলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

● আলুর দাম নেই। করণ অবস্থা। আলু চাষিদের। আলু চাষিদের বাঁচাতে সমবায় সমিতি ও ব্যাক্তের কৃষি ঋণ মকুব করুক রাজ্যের ডবল ইঞ্জিন সরকার, চাইছেন মানুষজন।

● অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পেয়ে বিডিও অফিসে ভিড় করছেন মহিলা। ধনেখালি, জামালপুর সর্বত্র একই ছবি।

● অন্নপূর্ণা যোজনায় ভেরিফিকেশন হচ্ছে কিভাবে ? ভেরিফিকেশনের জন্য বাড়ি বাড়ি তো কেউ আসছে না। তাহলে অফিসে বসে কিভাবে ঝাড়াই বাছাই করা হচ্ছে ? তথ্যে অসঙ্গতি আছে কিনা তা দেখার জন্য তো ফিল্ড ভেরিফিকেশন করা দরকার, তাই না ?

● গ্রাম গঞ্জে বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার ধারে লম্বা দড়ি দিয়ে গরু, ছাগল বেঁধে রাখা হচ্ছে। ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন পথ চলতি মানুষজন। সবচেয়ে বেশি অসুবিধায় পড়েছেন বাইক এবং সাইকেল আরোহী। প্রায়শই ঘটছে দুর্ঘটনা।

● অনেক জায়গায় গ্রামের রাস্তা থেকে ৩ ফুট ছাড়ের জায়গায় ২ ফুট দখল করে কেউ সিঁড়ি বানাচ্ছে, কেউ বসার জায়গা করছে, কেউ বা আবার বাঁশ পুঁতে রাখছে। ঘুরপথে যদি ৩ ফুটের মধ্যে ২ ফুট জায়গা দখলই করে রাখবেন তাহলে নির্মাণ কাজ করার সময় ছাড় দেওয়ার মানেটা কি ?

● জামালপুর, ধনেখালি সহ অনেক জায়গাতেই গ্রামে গ্রামে এখন পোল্ট্রি ফার্মের ছড়াছড়ি। বেশিরভাগ পোল্ট্রি ফার্মই পরিবেশ দণ্ডের এবং পঞ্চায়েতের অনুমতি ছাড়াই একেবারে পাড়ার মধ্যে গড়ে উঠেছে বলে অভিযোগ। দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ জনজীবন। অবৈধ পোল্ট্রি ফার্মের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করুক প্রশাসন, চাইছেন সাধারণ মানুষজন।

● ভোটের আগে তো বলেছিলেন সব মহিলাকে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা দেব, তাহলে এখন যোগ্য অযোগ্য কথাটা আসছে কেন ? ভোটের আগে তো এত নিয়ম কানূনের কথা বলেননি। তখন যদি এই কথাগুলো বলতেন তাহলে আজকে আর রাস্তায় নেমে লক্ষীরা বিক্ষোভ দেখাতো না। প্রতিশ্রুতি আপনারাই দিয়েছিলেন, পূরণ করার দায় এখন আপনারদের।

● জুন মাসে অনলাইনে আবেদন করা সত্ত্বেও অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পেয়ে ফর ফারদার ভেরিফিকেশনে থাকা যোগ্য মহিলারা আগষ্টের শেষ সপ্তাহে ক্রেম করার পরও এখনও পর্যন্ত স্ট্যাটাস চেঞ্জ হয়নি বলে অভিযোগ। জুন মাসে আবেদন করা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত কেন হল না ভেরিফিকেশন ? উঠছে প্রশ্ন।

● ১ কোটি ৫৮ লক্ষ মহিলাকে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা দেওয়া হয়েছে বলে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে। তাহলে টাকা না পাওয়ার দলে এত ভিড় কেন ? এত মহিলা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন কেন ? প্রকাশ্যে আসুক টাকা পাওয়া মহিলাদের তালিকা, সিটিজেন পোর্টালে আপলোড করে দেওয়া হোক পঞ্চায়েত ভিত্তিক উপভোক্তা তালিকা। সবাই জানুক কারা টাকা পেল, আর কারা টাকা পেল না।

● সুলতানগাছা-খানপুর-দশঘরা রাস্তা চওড়া ও শক্তিশালীকরণের কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে বলে জানা গেছে। কপালে চিস্তার ভাঁজ রাস্তার দু'পাশে পিডব্লুডির জায়গা দখল করে থাকা মানুষজনের।

● “আগামী ২০ বছর রাজ্য ও কেন্দ্রে কোনও পরিবর্তন হবার সম্ভাবনা নেই। আপনারা আমাদের পছন্দ করুন আর নাই করুন, আমাদের সঙ্গেই থাকতে হবে, আমাদের সঙ্গেই থেতে হবে, আমাদের সঙ্গেই স্কুল যেতে হবে”, মুসলিম সমাজের উদ্দেশ্যে বার্তা দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য।

● ‘মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস’ নাম এবং ‘ফুটবল খেলোয়াড়’ প্রতীক পেল মমতা ব্যানার্জি।

● “গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস” নাম এবং ‘খাম’ প্রতীক পেল ঋতব্রত শিরির।

● নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে কংগ্রেসকে সমর্থনের কথা জানালেন মমতা ব্যানার্জি।